ইনকিলাব

তারিখ ... [illegible] 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪ .....

ঢাবির হল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সশস্ত্র প্রস্তুতি

ঈদে হল ছাড়ছে না কেউ

াহজাহান শুভ

ত্বাবধায়ক সরকারকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ িয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র প্রস্তুতি রু হয়েছে। ফলে এবারের ঈদে হল ছাড়ছে া কেউই। এদিকে দখল-পাল্টা দখলের স্তুতি হিসেবে হলগুলোতে অবৈধ অস্ত্রের ালান আসা শুরু করেছে বলে সূত্রগুলো [illegible]

জানা গেছে, ইতোমধ্যে অস্ত্র চালাতে পারদর্শী নেতা-কর্মীদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। অন্যদিকে যে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে হলগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করেছে। র‍্যাব মোতায়েনসহ আরও বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। জানা যায়, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি হল [illegible]

ঢাবির হল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দখলে রয়েছে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর কোন সংঘর্ষ ছাড়াই জগন্নাথ ও জহুরুল হক হল ব্যতীত সবগুলো হল দখলে নেয় ছাত্রদল। দু'একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়া গত ৫ বছরে হলগুলোতে ছাত্রলীগসহ প্রায় সব ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান ছিল। ক্ষমতার ক্রান্তিলগ্নে এসে আবারো দখল ধরে রাখা ও পাল্টা দখল প্রস্তুতির সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে গত মাসে ছাত্রলীগের পদবঞ্চিত গ্রুপের সশস্ত্র মহড়া, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, এস এম হলে ছাত্রদলের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ এবং ক্যাম্পাসে অব্যাহত বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে অস্ত্রের জানান দিয়েছে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ। এ সময় উভয় সংগঠনের নেতাকর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র বহনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এদিকে অস্ত্র চালাতে সক্ষম নেতা-কর্মীদের তালিকা তৈরী করেছে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ। জানা গেছে, ইতোমধ্যে এ তালিকা অনুযায়ী অস্ত্রের অর্ডার দেয়া হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর এ তালিকায় জুনিয়র নেতারাও বাদ পড়ছেন না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে আনাড়ি নেতাদেরও এ তালিকায় রাখা হয়েছে।

এদিকে হলগুলোতে আধিপত্য ধরে রাখতে ছাত্রদল বড় ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। ফলে ঈদে ছাত্রদলের কোন নেতা-কর্মীই হল ছাড়ছেন না। সবগুলো আবাসিক হলেই ছাত্রদল যে কোন প্রতিরোধ ঠেকাবে বলে জানা গেছে। অস্ত্রের চালানের ব্যাপারে ছাত্রদল ঢাবি শাখা সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেছেন, ছাত্রদল অস্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেনা বরং অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করেছে। তিনি বলেন, হলগুলোতে গত ৫ বছর সহাবস্থান ছিল। আমরা চাই এ সহাবস্থান অটুট থাকুক। তবে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তবে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করা হবে।

এদিকে ছাত্রলীগও হলগুলো দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে জগন্নাথ, জহুরুল হক এবং অমর একুশে হল ছাত্রলীগের প্রথম টার্গেট বলে জানা গেছে। তবে হল দখলের ব্যাপারে ছাত্রলীগের কোন সাংগঠনিক নির্দেশের কথা জানা যায়নি। নেতা-কর্মীরা এখনো হলে অবস্থান করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ সব সময়ই দাপটের সঙ্গে আধিপত্য বজায় রেখেছে। তবে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি নির্বাচনের প্রাক্কালে বয়স সীমা সংক্রান্ত জটিলতায় বাদ পড়েন সংগঠনের একঝাঁক সিনিয়র নেতা। অপেক্ষাকৃত জুনিয়রদের নিয়ে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি গঠন করা হয়। গত ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হলেও ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে জটিলতা আজো কাটেনি। সংগঠনের পরিশ্রমী নেতাদের বাদ দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এ অভিযোগে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে ছাত্রলীগ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি গ্রুপ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এ ছাড়া সাংবাদিকদের উপর হামলাসহ বেশ কিছু কারণে কোণঠাসা রয়েছে ছাত্রলীগ। ফলে বর্তমানে সংগঠিত হয়ে কিছু করা ছাত্রলীগের জন্য অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু নয় বলে ধারণা করছেন অনেকে। তবে হল দখল বা অস্ত্রের চালান সম্পর্কে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, ছাত্রলীগ অস্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না বরং ছাত্রদল সারাদেশ থেকে কোটি টাকা ব্যয়ে সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে ক্যাম্পাসে অস্ত্রের ভাগাড়ে পরিণত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বারবার অনুরোধ করেছি। ছাত্রদলের এ দমননীতি বন্ধ না হলে আমরা কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবো।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। সিন্ডিকেট, একাডেমিক কমিটি, প্রভোস্ট কমিটির একাধিক বৈঠকে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এসব বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ র‍্যাব, ডিবি এবং পুলিশ প্রশাসনসহ সকলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি আবাসিক হলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর আ কা ফিরোজ আহমেদ বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে।